কমলে কামিনী

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত ঃ

প্রথম অভিনয়—৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪১, বাসন্তী সপ্তমী

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম. এ.

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রকাশক—
বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
১২, হরচন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

— দাম এক টাকা —

ফাইন আর্ট প্রেস,
৬০, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীরাধারমণ দাস কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

জীবন সেন
সুধীর বোস
কমলেশ মৈত্র
কিরণ সেন

আর যে সব বন্ধুরা ছেলেবেলায়
আমার সঙ্গে অভিনয় করেছেন

এবং

বীরেন ব্যানার্জ্জি
উপেন রায়
রজত দাশগুপ্ত

আর যে সব বন্ধুরা আমার ছেলেবেলার
লেখা ও অভিনয়ের অনুরাগী ছিলেন—
তাঁদের অর্পণ করলুম।

মহেন্দ্র গুপ্ত

প্রথম অভিনয় রজনীর

পাত্র পাত্রী

মহাদেব	শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
শ্যামল কিশোর	শ্রীমতী শেফালি
শালিবাহন	শ্রীজয়নারায়ণ মুখার্জ্জী
ধনপতি	শ্রীবঙ্কিম দত্ত
জনার্দ্দন বাচস্পতি	শ্রীভূপেন চক্রবর্ত্তী
শ্রীমন্ত	শ্রীঅমল বন্দ্যোপাধ্যায়
অভিরাম	শ্রীবিমল ঘোষ
শীলভদ্র	শ্রীপান্নালাল মুখার্জ্জি
মহাকাল	শ্রীমিলনকুমার
কীর্ত্তিবাস	শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য
কালু	শ্রীরঞ্জিৎ রায়
বর্ত্তুল	শ্রীমুরারী মুখার্জ্জী
প্রধান নাগরিক	শ্রীউমাপদ বসু
পুরোহিত	শ্রীগোষ্ঠ ঘোষাল
জল্লাদ	শ্রীগোপাল
অন্যান্য ভূমিকায়	বিষ্ণু সেন, নলিন বাগ, সন্তোষ মুখার্জ্জী কেষ্ট দাস, অনিল রায়, শৈলেন, নরেন, সুবোধ প্রভৃতি।
চণ্ডী	মিস্ লাইট
পদ্মা	শ্রীমতী তারকবালা
ব্রজরাণী	শ্রীমতী দুর্গারাণী

খুল্লনা	শ্রীমতী রাধারাণী
রাধা	শ্রীমতী উষা দেবী
শীলা	শ্রীমতী লক্ষ্মী
শ্যামলী	শ্রীমতী ইরা
অন্যান্য ভূমিকায়	সরসী, বীণাপাণি, লীলাবতী, রাণী, আশা, পুষ্প, রবি, পারুল, শান্তি, মৃণাল প্রভৃতি।

চরিত্র পরিচয়

মহাদেব, শ্যামল কিশোর ।	
ধনপতি শ্রেষ্ঠী	উজানীর বণিক
শ্রীমন্ত	ঐ পুত্র ।
বিক্রমকেশরী	গৌড়বঙ্গেশ্বর ।
জনার্দ্দন বাচস্পতি	উজানী বিদ্যায়তনের আচার্য্য ।
অভিরাম শীলভদ্র	ঐ শিষ্য (ছদ্মবেশী সিংহল-সেনানী)
শালিবাহন	সিংহলেশ্বর
মহাকাল	ঐ সেনাপতি
বর্ত্তুল	ঐ বয়স্য
কীর্ত্তিবাস	মাঝি
কালু	ঐ পুত্র
সৈনিক, নাগরিক, জল্লাদ প্রভৃতি ।	
*	
চণ্ডী, পদ্মা ।	
খুল্লনা	ধনপতির স্ত্রী ।
রাধা	জনার্দ্দনের কন্যা ।
শীলা	সিংহল রাজকন্যা ।
ব্রজরাণী	শ্যামল কিশোরের সেবিকা ।
কাদম্বরী	কালুর স্ত্রী ।
সখিগণ প্রভৃতি ।	

সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর একে একে ডুবান্নু অতলে—
তবু পূজা দিল না আমারে !
কহে কিনা—নারী-দেবতার পায়ে প্রাণান্তেও দিবনা অঞ্জলি !

শিব। একি দেবি, অভিমানে কণ্ঠস্বর অশ্রু-গদ-গদ ;
ধারা বহে ব্যাপিয়া কপোল ! কি বিপদ !
ঈশানীর আঁখি জল কেমনে নিবারি !
দেবি, কত কোটী নর আছে মর্ত্ত্যলোক মাঝে ;
কি হেতু বলতো তুমি বাদ সাধ মম ভক্ত সনে ?

চণ্ডী। তব ভক্তে না পূজিলে পূজা মম হবে না প্রচার ;
রহিয়াছে তিন লোক সাক্ষী সম তার !
সেদিনও সে মর্ত্ত্যলোকে শিবভক্ত চাঁদ সদাগর
দিয়েছিল পদ্মের অঞ্জলী—
তাই হ'ল মর্ত্ত্যলোকে বিষহরি মনসার পূজা প্রচলন !

শিব। ও,—তাই বল ! শিবভক্ত সহ বাদ ; সেই হেতু এত আয়োজন !
ভাল—ভাল যুক্তি করেছেন—ঈশ্বরী শিবাণী !
কি বলছে পদ্মাবতী তুমি ?

পদ্মা। মহেশের বক্র উক্তি শুনগো চণ্ডিকা !
কথার উত্তর দিলে অমনি বলিবে সবে আমারে মুখরা !
শিবভক্ত সহ বাদ ! সিদ্ধি ভাঙ্গ ধুতুরার বীজে
মহোল্লাসে নেশা করে' ঢুলু ঢুলু চোখে
শব হয়ে সদাশিব ঘুমান শ্মশানে,
সংসারের কোন খোঁজ লন না কদাপি !
নাহি লন ভাল কথা ;
যারে তারে বর দিতে তবু কেন ঘটা—!

বর পেয়ে শিবভক্ত ব্রহ্মাণ্ডেতে যেই কালে ঘটায় প্রলয়
শিবাণী না সাধে যদি বাদ, শেষ রক্ষা কে করিবে শুনি ?

শিব। কোথা মোর কোন ভক্ত ঘটায় প্রলয় !

পদ্মা। তা যদি জানিতে ভোলা, দুঃখ ছিল কিবা !
সিংহলের অধিপতি শুনিয়াছি বরপুত্র তব—
অত্যাচারে তার—

শিব। সিংহলেশ শালিবাহ ! হ্যাঁ……ভক্ত সে আমার।
তার অপরাধ ?

পদ্মা। প্রবঞ্চনা শাঠ্যনীতি দুর্ব্বলে পীড়ন—
নারীরূপা মাতৃকার ঘোর নিপীড়ন—

কত কব অপরাধ কথা !

শিব। পদ্মা ! আমিতো জানি না ! সত্য কহি ! কোন দিন—
কখনো দেখিনি—

চণ্ডী। কেমনে দেখিবে ভোলা ! চির উদাসীন—
করুণার বিগলিত অশ্রুজলে আবৃত নয়ন…
দেখনা ভক্তের ত্রুটী—নাহি দেখ গুরু অপরাধ—
প্রেমানন্দে শুধু তুমি নাচিয়া বেড়াও।
তাই আজ জাগে পদ্মাবতী, তাই আজ জাগিয়াছে
আপনি চণ্ডীকা ! বিশ্বের মাতৃত্ব ধর্ম্ম করিছে ক্রন্দন ;
প্রয়োজন হল তাই—বিশ্বমাতা মূর্ত্তি উজ্জীবন !
চলিয়াছি মর্ত্ত্যে তাই—অসহায়া নিপীড়িতা
মাতৃত্বেরে করিতে রক্ষণ—।
বিশ্বনাথ, কর আশীর্ব্বাদ ।

(অভিরাম সহ শ্রীমন্তের প্রবেশ)

শ্রীমন্ত। প্রভু—আমায় স্মরণ করেছেন ?

জনা। এদিকে এস (শ্রীমন্ত নিকটে গেল)—এই দ্বিতীয়বার

শ্রীমন্ত। কি প্রভু,—

জনা। তুমি আমার আদেশ অমান্য করেছ—

শ্রীমন্ত। আদেশ অমান্য করেছি! আমি!

জনা। তোমায় আমি সে দিন সতর্ক করে দিই নি যে সায়ং-সন্ধ্যার পর কোন বিদ্যার্থী এ বিদ্যায়তনের বাইরে যেতে পাবে না!

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ। বলেছিলেন—

জনা। জান তুমি—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত বিদ্যার্থী ভবনে সবাইকে শাস্ত্রাধ্যয়ন কর্ত্তে হবে—এই এখানকার নিয়ম ?

শ্রীমন্ত। জানি প্রভু—

জনা। এ জেনেও তুমি ছাত্রাবাসের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছ—দ্বার মুক্ত করে বাইরে গিয়েছ কোন সাহসে!—

শ্রীমন্ত। আমার—আমার স্মরণ ছিল না প্রভু!—

জনা। শ্রীমন্ত—

শ্রীমন্ত। সত্য বলছি ভগবন, শুধু আজ এক রাত্রে নয়, প্রতি রাত্রে সবাই যখন শাস্ত্র পাঠে রত থাকে—অথবা পাঠ শেষে ঘুমিয়ে পড়ে—আমি ঐ অর্গল বদ্ধ দ্বার খুলে সবার অজ্ঞাতে—এমন কি হয়ত আমার নিজেরও অজ্ঞাতে—প্রতি রাত্রে বাইরে চলে আসি—

জনা। প্রতি রাত্রে! অভিরাম তা হলে ভুল দেখে নি! কেন এস ?

শ্রীমন্ত। কারা যেন আমায় ডাকে! মনে হয় যেন দূরাগত সমুদ্র গর্জ্জন শুনতে পাই! লক্ষ তরঙ্গের বাহু মেলে সুদূর সাগর-বারি যেন আমায় বাইরে চলে আসতে হাত ছানি দেয়! আমি বাইরে আসি; কিন্তু এসে আর কিছু দেখতে পাই না!

জনা। শ্রীমন্ত—

শ্রীমন্ত। আমায় বিশ্বাস করুন প্রভু! কত রাত্রে ঐ ডাক শোনাব বলে রাধাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছি; কিন্তু রাধাকে—

জনা। রাধা! রাধাও তোমার সঙ্গে রাত্রে বাইরে এসেছে!

শ্রীমন্ত। আমি তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে এসেছি—

জনা। শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত—

শ্রীমন্ত। প্রভু—

জনা। হুঁ, বুঝেছি, এতক্ষণে আমি সব বুঝেছি! অভিরাম!

অভিরাম। আমি তো আপনাকে পূর্ব্বেই নিবেদন করেছি প্রভু!

জনা। করেছ! বিশ্বাস করতে পারি নি; কিন্তু আজ—আজ স্বকর্ণে শুনলাম—

শ্রীমন্ত। আপনি অকস্মাৎ এত উত্তেজিত হলেন কেন প্রভু!

জনা। না—উত্তেজিত হব কেন? গৌড়বঙ্গের দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক পণ্ডিত জনার্দ্দন বাচস্পতির বিদ্যায়তনে এতকাল ব্রাহ্মণ ব্যতীত কোন বিদ্যার্থী স্থান পায় নি। তোমার ঢল ঢল কান্তি—প্রশান্ত মুখচ্ছবি দেখে শুধু করুণা পরবশ হয়ে—তোমার বংশ পরিচয় কিছুমাত্র না জেনেও তোমায় আমি এখানে আশ্রয় দিয়েছিলুম। আমার সেই স্নেহ দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে এত বড় প্রবঞ্চনা—

করলেও সে ভালবাসার এতটুকু উপমা মিলবে না। কেমন করে বোঝাব ব্রাহ্মণ, কত ভালবাসি—রাধাকে আমি কত ভালবাসি!

জনা। শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত! তোমার উচ্ছৃঙ্খল রসনাকে এখনো সংযত কর যুবক! আশ্চর্য্য! এতদূর! এ যে আমি কখনো কল্পনাও করিনি! অভিরাম, শীঘ্র এসো—দ্বার অর্গল বদ্ধ কর—বাইরের অশুচী হাওয়া যেন এই পবিত্র বিদ্যায়তনে প্রবেশ করতে না পারে।

(উভয়ে মন্দির সোপান বাহিয়া উপরে উঠিলেন।)

শ্রীমন্ত। প্রভু, প্রভু, আমায় বাইরে রেখে—

জনা। বাইরে যখন একবার পা বাড়িয়েছ তখন এ গৃহের আর কারুকে যাতে বাইরে টেনে নিতে না পার, সে চেষ্টা আমায় করতে হবে। যাও—এখান থেকে চলে যাও!

শ্রীমন্ত। চলে যাবো! কিন্তু যাবার আগে একবার রাধাকে—

জনা। না—রাধার সাক্ষাৎ এ জীবনে তুমি পাবে না। তুমি আমার বিদ্যায়তন হতে চিরনির্ব্বাসিত। যাও—

(দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল)

শ্রীমন্ত। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ,—দ্বার মুক্ত করুন। নির্ব্বাসন দণ্ড দিন আমায় ক্ষতি নাই; শুধু একবার রাধাকে দেখতে দিন—আমার রাধাকে দেখতে দিন।

(পাষাণ সোপানে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। দক্ষিণের বাতায়ন আবার মুক্ত হইল; রাধা বাতায়নে দেখা দিল।)

রাধা। শ্রীমন্ত!

শ্রীমন্ত। কে! রাধা! একি তোমারও চোখে জল! তুমিও কাঁদছ রাধা!

রাধা। আমি যে সব শুনেছি শ্রীমন্ত!

শ্রীমন্ত। রাধা, আমি চলে যাচ্ছি!

রাধা। কোথায় যাবে?

শ্রীমন্ত। জানি না! কত গভীর রাতে সমুদ্র গর্জ্জন শুনতাম; হয় তো বা সেই অকূল সাগরের বুকেই এবার পাড়ি জমাতে যাবো।

রাধা। তাই চলো শ্রীমন্ত! আমরা অকূল সাগরের পারে চলে যাই—

শ্রীমন্ত। তুমি—তুমি যাবে রাধা?

রাধা। নইলে সে সীমাহীন আঁধারের রাজ্যে কে তোমার সাথী হবে শ্রীমন্ত!

শ্রীমন্ত। রাধা—

রাধা। এই স্নেহহীন—মায়াহীন—নিষ্করুণ পাথরের পুরীতে নিঃসঙ্গ নির্ব্বাসনে ছিলুম এতকাল। তুমি এলে—অমনি আমার অন্তরে জ্যোতির্ম্ময় দীপ-শিখা জ্বলে উঠলো। তোমারই স্বহস্তে জ্বালানো সেই দীপ-শিখা লয়ে আমি তোমার পার্শ্বে দাঁড়াব শ্রীমন্ত!—তোমায় হারায়ে আমি এখানে থাকতে পারবো না; এখানে থেকে আমি বাঁচব না! আমায়—আমায় তোমার সঙ্গিনী কর শ্রীমন্ত—

শ্রীমন্ত। তাহলে আর বিলম্ব নয় রাধা! দ্বার খুলে চলে এসো—

(রাধা দ্বারের দিকে গেল, অভিরাম উত্তরের বাতায়ন খুলিয়া তাহাদের কথা শুনিতেছিল; এবার বাতায়ন বন্ধ করিয়া সরিয়া গেল। একটু বাদে রাধা দরজা খুলিতে না পারিয়া আবার দক্ষিণের বাতায়নে আসিল।)

তৃতীয় দৃশ্য

নদীতীর

গ্রাম্যকন্যাদের গীত

হে হর শঙ্কর, আমার বাপ ভাই হোক লক্ষেশ্বর।
শুষনী কলমী ল-ল করে, রাজার বেটা পক্ষী মারে
মারণ পক্ষী শুকোর বিল, সোনার কৌটা রূপোর খিল,
খিল খুলতে লাগল ছড় !
হে হর শঙ্কর ॥
থৌ-থৌ থৌ থৌয়ে দিলাম মৌ, আমি যেন হই রাজার বৌ,
থৌ-থৌ খো থৌয়ে দিলাম ঘি, আমি যেন হই রাজার ঝি।
কাজললতা কাজললতা বাসর ঘর,
দাওলো মেলানী যাব শ্বশুর ঘর ॥

[গীতান্তে প্রস্থান

(বোঝা মাথায় কালুর প্রবেশ)

কালু। বাবা, ও বাবা—বলি ও কীর্ত্তিবাস মাঝি !—

(তামাক টানিতে টানিতে বৃদ্ধ কীর্ত্তিবাস মাঝির প্রবেশ।)

কীর্ত্তি। আরে হালার পোলা ! বাপের নাম ধইর‍্যা ডাহ !

কালু। কি করি কও ? বাবা কইয়্যা ডাকলাম—রাও কর না ! হাশে বেশী ডাহাডাহি করলি পথের আর পাচজন মানষি যদি জবাব্ দেয়—তাইতো নাম ধইরলাম। ল্যাও, ছেলিমড্যা আমার হাতে দিয়্যা বাজার বুইজ্যা ল্যাও।

(কীর্ত্তিবাস পুত্রের হাতে ছিলিম দিয়া পিছন ঘুরিল ; কালুও পিছন ফিরিয়া হুকা টানিতে লাগিল !)

কীর্ত্তি। কি—কি কেনা হইল ! চাইল, ডাইল, অলদিগুড়ি—বাজে জিনিষ তো সবই আনছো ; কিন্তু তামুক কোহানে ?

কালু। তেনার বুঝি সগ্‌গ লাভ হইছেন ?

কীর্ত্তি। পঁচিশ বছর আগের কথা! সিংহলের দক্ষিণ পাটনে তুফান উঠলো—ভারী তুফানে সাত ডিঙ্গি মধুকর ডোবল; সাধুও ডুবতি ছিল—আমি সাধুরে বাঁচাইতে জলে ঝাপাইয়া পড়লাম। সাধু কইলেন—জনার্দ্দন পণ্ডিত লগে আইছিলেন, সে তার কচি মাইয়্যাডারে বুকে লইয়া ডোবতেছে! কীর্ত্তিবাস, আগে ওগো বাচাও তুমি। কথা শুইন্যা সাতার দিলাম—জনার্দ্দন পণ্ডিত আর মাইয়্যাডিরে ধইর‍্যা পারে তোললাম। তারপর ফির‍্যা সাতার দিলাম; কিন্তু আইস্যা দেহি, আর ধনপতি সাধুর খোজ নাই! ক্যাবল পাগলা ঢেউ ফেন্যা মুখে শোষাইতেছে!

কালু। সাধু তয় জলে ডোবছে! কিন্তু তার এ নিশানা ?

কীর্ত্তি। তাই তো রে! এ নিশানা কবচ বাইন্ধানী পাইল ক্যাম্বায় ? চল দেহি, কোহানে তোর বাইদানী—

কালু। তারা কহোন আমার নাও ছাইড়্যা—(সভয়ে) ও বাবা—বাবা! আমারে ধরো—ইরি-রি-রি-রি!

কীর্ত্তি। ওকি! কি হইল—অ্যাঁ ?

কালু। ইরি-রি-রি-রি—বাবাগো, বাবাগো, বুঝি দাত কপাটী—জিলিক মারে বাবা, জিলিক মারে!

কীর্ত্তি। কি ?

কালু। তা তো জানি না; ওই দ্যাহ গাঙের মদ্দি আগুন জ্বলে···ঐ দ্যাহ, আমার নাওখান জানি জিলিক মারে!

কীর্ত্তি। আরে, কি আশ্চর্য্যি! জিলিক মারে ও যে কাচা সোনা! চোহে খোয়াব দেহি নাকি! না! ও কালু, ভাঙ্গা নাও

Uttarpara Jaikrishna Public Library

যেন সোনার নাও হইল রে! তুই কোন বাইদ্যানী পার করছিস! কোন বাইদ্যানীর চরণ ছুইয়্যা আমার ভাঙ্গা নাও সোনা হইলরে···সোনা হইল! [প্রস্থান।

কালু। সোনার নাও! মান্দারী কাঠের নাও এহেবারে সোনা হইয়া গেল! তয় আর ভাবনা কি! গয়নার জন্যি রাঙ্গা বউ দুই বেলা বোচা নাক নাড়া দ্যায়। বউব গলায় বুকে মাজায় এবার নাওয়ের থনে গলুই পাটাতন খুইল্যা চাপাবো! [প্রস্থান।

(অপর দিক হইতে বেদিনী বেশে চণ্ডী ও খুল্লনার প্রবেশ)

খুল্লনা। কত কাল পরে হঠাৎ তোমায় ধরেছি বেদেনী, এবার আর ছাড়ব না। দাও, আমায় সেই কবচটী ফিরিয়ে দাও।

চণ্ডী। কিসের কবচ গা?

খুল্লনা। আমায় শাঁখা সিঁদুর আলতা দিয়েছিলে···দাম দেবার কড়ি ছিল না; কেমন করে জানলে বলতে পারি না—মঙ্গল চণ্ডীর ঘটের নীচে লুকিয়ে রেখেছিলুম একটী কবচ—সেই কবচ চাইলে তুমি। আমি দিতে চাইনি—ভরসা দিয়ে বললে···তোমার দেওয়া শাঁখা সিঁদুর আলতা পরলে নিশ্চয়ই হারানো স্বামীকে ফিরে পাবো। তাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে কবচের বিনিময়ে সওদা করলুম! স্বামীর সন্ধান পেলাম না! স্বামীর নিদর্শন কবচটীও হারালুম! বেদেনী, আমি কড়ি সংগ্রহ করেছি। কড়ি নিয়ে আমার কবচ ফিরিয়ে দাও।

চণ্ডী। সে কবচ কি এতদিনে আছে মা!

খুল্লনা। নেই!

পদ্মা। আসছিলুম···পথে এক ভারী রগড়···তাই দেরী হল!

চণ্ডী। সে কিরে!

পদ্মা। এক ছোঁড়া আর এক ছুঁড়ি পাহাড়ী পথে পালাচ্ছে···আর হৈ হৈ করে সেপাই পেছনে ছুটছে—

চণ্ডী। কেন···তারা পালাচ্ছে কেন?

পদ্মা। কে জানে অত খবর! কেউ আর কিছু বলে না; কেবল চেঁচাচ্ছে···ধর রাধাকে ধর···শ্রীমন্তকে ধর।

খুল্লনা। শ্রীমন্ত! কোথায়! কোনদিকে!—

পদ্মা। তাকে দিয়ে তুমি কি করবে?

খুল্লনা। ওগো, শীঘ্র বল, কোন পাহাড়ী পথে শ্রীমন্ত!

পদ্মা। আর গিয়ে কি করবে? এতক্ষণে হয়ত ধরা পড়েছে!

খুল্লনা। তবু বল—

পদ্মা। ঐ হোথায়···ঐ উত্তুরে পাহাড়ে।

খুল্লনা। শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত—

[প্রস্থান।

চণ্ডী। আমার পূজারিণী খুল্লনার কাতরতা দেখে আমার বড় কান্না পায় পদ্মা! এসো, এ মায়ার খেলা শেষ করে দিই··· শ্রীমন্তকে এনে এই দণ্ডে ওর বুকে তুলে দিই—

পদ্মা। হুঁ, তাই আর কি! মর্ত্ত্যে পূজার প্রচলন কর্ত্তে হলে ওদের নিয়ে খানিকটা খেলতেই হবে; তাতে কাতর হলে চলবে কেন! শ্রীমন্তকে ওর সঙ্গে মিলিত করব···তবে এখনি নয়! তার আগে আমাদের কাজ রাধার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিচ্ছেদ ঘটান। রাধার ভালবাসার মোহ শ্রীমন্তকে আবদ্ধ করে

রাখলে ওকে দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না! এসো আমার সঙ্গে—

চণ্ডী। শুধু রাধার প্রেমের মোহই তো নয়! খুল্লনার মাতৃস্নেহও ওকে আবদ্ধ করে রাখতে চায় যে! খুল্লনা পুত্রকে বুকে পেলে আর কিছুতে ছাড়বে না!

পদ্মা। খুল্লনা যাতে ওকে ধরে রাখতে না পারে···তার ব্যবস্থাও তো করেছ দেবি, শ্রীমন্তের কবচ স্থানান্তরিত করে!

চণ্ডী। তোমার পরামর্শে কবচ এনে কীর্ত্তিবাসের হাতে দিয়েছি বটে! কিন্তু তার অর্থ তো—

পদ্মা। আগে উত্তর পাহাড়ে চল—পথে যেতে বলব তোমায় কি আমার উদ্দেশ্য—

চণ্ডী। চল! [উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

উত্তর পাহাড়

সৈনিকগণ, শীলভদ্র ও অভিরাম।

অভি। এসেছ! এত বিলম্ব করলে তোমরা?

শীল। ফিরে এসে সেই নদী তীরে শ্রীমন্তের সন্ধান কর্চ্ছিলাম।

অভি। সন্ধান পেলে?

শীল। না—

জানিয়েছিলে—আজও পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আমি তা প্রকাশ করিনি !

জনা। জানি বন্ধু ! আমিও সে কথা শুধু তোমাকে—আর—আর ঐ অভিরামকে ব্যতীত অন্য কাউকে—

রাজা। কে এ অভিরাম !

জনা। আমার সর্ব্বপ্রধান এবং সর্ব্বাধিক প্রিয়-শিষ্য ! আমার অবর্ত্তমানে বিদ্যায়তনের আচার্য্য হবে ঐ অভিরাম ! কন্যার চিত্তচাঞ্চল্যে মর্ম্মপীড়িত হয়ে ওকে গত রাত্রে সিংহলের সব কাহিনী বলেছি !

রাজা। হুঁ ! কিন্তু কোন ক্রমে যদি সিংহলেশ্বর শালিবাহন এ কথা শুনতে পায়—

জনা। জানি, আমার আশ্রয়দাতা বলে সিংহলের সঙ্গে হয় তো তোমার মৈত্রী বন্ধন ছিন্ন হবে। হয় তো যুদ্ধ দামামা বেজে উঠবে। কিন্তু তুমি আশঙ্কিত হোয়োনা বন্ধু, অভিরাম ঘাতকের খড়্গে মস্তক দেবে···কিন্তু বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না !

(নেপথ্যে—জয় গৌড় বঙ্গেশ্বর মহারাজ বিক্রম কেশরীর জয়)

রাজা। ঐ জয়ধ্বনি ! আমার সেনাগণ সম্ভবতঃ পলাতকদের বন্দী করে নিয়ে আসছে—

(শ্রীমন্তসহ সৈনিকদের প্রবেশ)

জনা। একি ! শ্রীমন্ত একা ! রাধা কোথায় ?

শ্রীমন্ত। আমিও তোমায় সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি ব্রাহ্মণ,—রাধা কোথায় ! আমার রাধা কোথায় ?

জনা। শ্রীমন্ত !

শ্রীমন্ত। ঐ অভিরাম···ওকে তুমি সসৈন্যে প্রেরণ করেছিলে রাধাকে ছিনিয়ে আনতে ; ওরা আমায় আক্রমণ করল ; কিন্তু জানি না কোন দৈবী শক্তি আমায় ওদের অস্ত্র মুখ হতে রক্ষা করল। আমি প্রাণে বাঁচলুম ; কিন্তু রাধাকে হারালুম !—

জনা। এসব তুমি কি বলছ শ্রীমন্ত ! অভিরামের সৈন্য ?

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ—অভিরামের সৈন্য তাকে ছিনিয়ে এনেছে। সে আমায় ভালবাসে ; আমরা পরস্পরকে বিবাহ করব বলে পণবদ্ধ হয়েছিলুম—কিন্তু—ওই অভিরাম—ওই অভিরাম—

রাজা। অভিরাম ! কোথায় রাধা ?

অভি। আমি—আমি—

রাজা। শীঘ্র বল—নইলে এই দণ্ডে—

জনা। বন্ধু, তুমি একি বলছ ! ঐ ধূর্ত্ত শ্রীমন্তের প্রতারণা বুঝতে পারছ না ! ব্রহ্মচারী বিদ্যার্থী অভিরাম···কোথায় সে পাবে সেনাদল···কোথায় সে—

রাজা। চুপ ! নর-চরিত্র অধ্যয়নে বিচক্ষণ রাজা বিক্রম কেশরীর চোখে ধুলি নিক্ষেপ করা অত সহজ কার্য্য নয়। ঐ অভিরামের কম্পিত অধর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করছে—এক অজ্ঞাত রহস্য-বিজড়িত বিরাট চক্রান্তের ! অভিরাম, যদি প্রাণের ভয় থাকে···এখনো বল···রাধাকে তুমি কোথায় রেখেছ ?

অভি। রাধা—রাধা আচার্য্যের বিদ্যায়তনেই আছে।

রাজা
জনা
শ্রীমন্ত } বিদ্যায়তনে !—

খুল্লনা। শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত—

জনা। তোমার পিতা পরলোকে!

শ্রীমন্ত। পরলোকে!

জনা। ঐ তোমার মাতাকে জিজ্ঞাসা কর। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ধনপতি সিংহলে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল। বাণিজ্য করে ফিরবার সময় কালীদহে সপ্তডিঙ্গা মধুকর ডুবে যায়। আমি তোমার পিতৃ-বন্ধু; তোমার পিতার সঙ্গে আমিও সিংহল ভ্রমণে গিয়েছিলাম। সেবার সিংহল শফর হতে শুধু আমি আর কীর্ত্তিবাস নেয়ে···এই দুই প্রাণী মাত্র জীবিত অবস্থায় গৌড়বঙ্গে ফিরে এসেছি! তোমার পিতা এবং আর সবাই অতল জলে ডুবে গেছে।

শ্রীমন্ত। নেই! আমার পিতা তবে নেই!

জনা। নেই—পিতা তোমার নেই! অথচ তোমার মাতা পতিব্রতা হিন্দুরমণী হয়ে এখনও শঙ্খ-বলয় ধারণ কচ্ছেন—সীমন্তে সিন্দুরের টিপ পরছেন! হিন্দু বিধবা দেখ শ্রীমন্ত,···তোমার বিধবা মাতার অপরূপ রূপসজ্জা দেখ!

শ্রীমন্ত। মা—মা!

খুল্লনা। ওঃ—মা চণ্ডী! মা মঙ্গল চণ্ডী! একি সিন্দুর পরালি মা! মুছে নে--এখনো মুছে নে—

জনা। সিন্দুর মুছবে কেন পতিব্রতা? এই বিচিত্র বৈধব্য-ব্রত আচরণ কচ্ছে যার মাতা···সে চায় নৈয়ায়িক জনার্দ্দন পণ্ডিতের কন্যাকে বিবাহ কর্ত্তে!

শ্রীমন্ত। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ!

রাজা। বন্ধু—বন্ধু!

জনা। চুপ্। আজ বিধাতা আমায় সুযোগ দিয়েছেন···আমার কন্যাকে যে কলঙ্কিতা কর্ত্তে চায়···তার স্বরূপ প্রকাশের সুযোগ দিয়েছেন! এ সুযোগ···এ প্রতিহিংসার সুযোগ আমি ছাড়তে পারি না···কিছুতেই না।

শ্রীমন্ত। কি প্রতিহিংসা তুমি নেবে ব্রাহ্মণ! আমার পিতৃবন্ধু হয়ে তুমি আমার মাতাকে···

জনা। ধনপতি শ্রেষ্ঠীর বন্ধু আমি। কিন্তু তোমার পিতৃবন্ধু কি না তাই বা কে জানে?

শ্রীমন্ত। এ কথার অর্থ!

জনা। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ধনপতি বাণিজ্যে গিয়েছিল। তার বিদেশ বাস কালে বোধ হয় শ্রীমন্তের জন্ম, বল শ্রেষ্ঠীপত্নী, তাই নয়?

খুল্লনা। হ্যাঁ, স্বামী যখন বিদেশে যান···তখন আমি অন্তসত্ত্বা!

জনা। কিন্তু কেউ সাক্ষ্য আছে?

শ্রীমন্ত। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ!

রাজা। শ্রেষ্ঠী বংশের লোকাচার···স্বামী বিদেশ গমন কালে পত্নী অন্তসত্ত্বা থাকলে স্বর্ণ কবচের জয়পত্র পত্নীর কাছে রেখে যান। সন্তান জন্মালে তার বাহু মূলে সেই কবচ পরিয়ে দেওয়া হয়। শ্রীমন্ত···

শ্রীমন্ত। মা—জয় পত্র?

খুল্লনা। হারিয়ে ফেলেছি বাবা,—হারিয়ে ফেলেছি।

জনা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—জয়পত্র হারিয়ে ফেলেছে! পুত্রের জন্ম বৃত্তান্তের গুপ্ত কাহিনী লুকাবার সতী রমণীর চমৎকার প্রয়াস—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

জনা। কিন্তু আমাকে দিয়ে কি করবে? আমায় বন্দী করবে? বধ করবে? যা করতে হয় কোরো···কিন্তু তার আগে ঐ অগ্নিকুণ্ড হতে রাধাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে দাও। আমার অভাগিনী মাতৃহারা কন্যাকে বাঁচাতে দাও! রাধা—রাধা—

অভি। রাধা—রাধা! হাঃ-হাঃ—যাও···নিয়ে যাও! হাঁ, যাবার পূর্ব্বে শুনে যাও ব্রাহ্মণ, রাধা ওখানে নেই। নিয়ে যাও।

[জনার্দ্দনকে লইয়া দুজন সৈনিকের প্রস্থান।

১ম সৈ। ওই—ওই শ্রীমন্ত পাহাড়ের ওপর দিয়ে পালাচ্ছে। ও আমাদের দেখতে পেয়েছে। ও হয়ত রাজা বিক্রম-কেশরীকে—

অভি। ওকে যেতে দিওনা। পাহাড়ে উঠে বন্দী কর—বন্দী কর—

[প্রস্থান।

[পর্ব্বত শিখরে শ্রীমন্ত ও খুল্লনা]

শ্রীমন্ত। ওরা আমাদের ধরতে ছুটে আসছে। আমি মরি ক্ষতি নাই; কিন্তু কেমন করে তোমায় রক্ষা করি মা?

খুল্লনা। ভয় কি বাবা! বিপত্তারিণী মা মঙ্গল চণ্ডীকে ডাক! চণ্ডীকে রক্ষা কর! চণ্ডীকে রক্ষা কর!

অভি। (পাহাড়ে উঠিয়া) ধর—ধর—

(বেদেনীর প্রবেশ)

বেদেনী। ধরবি···ধর দেখি কেমন করে ধরতে পারিস···হাঃ-হাঃ-হাঃ···

(বজ্রপাত! পর্ব্বত দুই ভাগ হইয়া গেল। বিরাট গহ্বর মধ্যে লাক্ষা প্রবাহ বহিল। শত্রুসৈন্য পরপারে থমকিয়া দাঁড়াইল।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কীর্ত্তিবাস মাঝির গৃহ।

কাদম্বরী

কাদ। রাগ কইর‍্যা সারাডা দিন অন্ন জল ছুঁইলেন না। বাড়ন্ত ভাত ফালাইয়্যা ঠাডাপড়া রৈদে টো-টো কইর‍্যা বেড়াইলেন। শাউড়ী আমারে কন্—বউ-মা, সে যহন আসে আসুখ; তুমি খাইয়্যা নাও। সে উপাসে কাটাবি, কোন পেরাণে আমি ভাত মুহে তুলি! আইয়োতি ইস্ত্রীর উপাস দিতি নাই, সোয়ামীর অমঙ্গল হয়; মুই এক দানা ভাত মুহে ছোয়াইছি শুধু। থাউক মনে—ক্ষিদা-তেষ্টা গোল্লায় দিছি। একবার যদি এই সাঁঝ রাইতে সে ঘরে ফির‍্যা আইস্যা—(নেপথ্যে কালুর কাসি) কার কাসির আওয়াজ?

কালু। (নেপথ্যে) ঘরে কেডা?

কাদ। ওমা! আইস্তা পড়ছে!

কালু। (নেপথ্যে) ঘরে কেডা?

কাদ। দ্যাহ্, ক্যাম্বায় সোর পাড়ে! আউ! বাড়ীর মনিষ্যি ট্যার পাবি যে এহুনি। রও, রাগ পড়ে নাই এহনও! আমারও শক্ত হতি হল। তা-না হলি, নরম মাটী পাইয়্যা কেউছ্যা বাইয়া উঠফি।

(কালুর প্রবেশ)

কালু। এই যে! ইস্! দিন কাবার কইর‍্যা রাইতের বেলা ঘরে আলাম—তাও আড়াই হাত ঘোমটা টাইন্যা দ্যালেন! বলি, শোনছো! ও কীর্ত্তিবাস মাঝির বেটার বউ,—শোনছো?

কীর্ত্তি। (নেপথ্যে) আমি এট্‌টু কথা কইতে আলাম বৌমা !

কালু। কোহানে পালাই—কও দিনি শিগগির ?

কাদ। ঘরে আর তো কিছু নাই—ওই ময়দার বস্তার মধ্যি যাও। শীগগির ডোহো—আমি বস্তা বন্দী করি···চুপ কইর‍্যা থাইহো—নইড়ো না। (বস্তা বন্দী করন)

কীর্ত্তি। (নেপথ্যে) আসবো নাকি বৌমা ?

কাদ। আসেন বাবা !

কীর্ত্তি। এই যে, একলা বইস্থা আছ মা ! দামড়াডা এহনো ঘরে আলো না ! ভাইবো না মা, এটটু আগে বাড়ীতে ঢুকতি দেখছি ; যাবে কোহানে ? এমন লক্ষ্মী মার উপর সেই বলদের বাচ্চাডা রাগ করে ! যেমন বুদ্ধি—ঘরে আসে নাই যহন, হয়তো গোয়াইলে বইস্থা খ্যাড় কুটা জাবর কাটতেছে। থাউকগ্যা, শোন মা, একটা কাজের কথা কই ; ধনপতি সদাগরের পোলা শ্রীমন্ত সদাগর সিংহলে বেসাতী করতে যাইতেছে। আমাগো মাল্লা হইয়া যাইতে হবে। কথায়-কথায় বোঝলাম···আমাগো বাইদানী যে সোনার কবচটা দিছিল···সেডি শ্রীমন্তেরই জন্ম-নিশানা ! কবচ পাইয়্যা শ্রীমন্তের আহ্লাদ দ্যাহে কে ? গায়ের থিক্যা শাল জোড়া খুইল্যা আমারে বকশিশ্‌ করলেন ! নে মা, শাল জোড়া আমার সেই দামড়াডারে গায়ে দিতি দিস্‌। (কাদম্বরীর শাল গ্রহণ)। হ্যাঁ, কাযের কথা—শ্রীমন্ত সদাগরের নাও কাইল কালাপানীতে ভাসাবে—আমাদের যাতি হবে নাও বাইয়্যা—তোমার মত আছে তো মা ?

কাদ। আমার আবার মত কি বাবা ?

চাইতো না···আমারো বস্তার মধ্যি লড়তে হইত না। ক'লা কেন অমন কথা ?

কাদ। আউ ! হুশুর ঠাকুর ! তিনি চান তাঁর পোলারে সাথে লইতে ; গলা কাইট্যা ফালাইলেও না কথি পারি !

কালু। কিন্তু আমি বিদেশে গেলে তুই কান্দবি না ?

কাদ। তাকি তুমি জাননা ? একদণ্ড তোমারে চোহের বাইর কর্ল্লি-আমার পৃথিবী আন্ধার হয়—আর—আর কতদিনের জন্যি যাবা ! ওগো, তদ্দিন আহাশে চান্দ সুরুজের মুখ বুঝি আর হ্যাখবো না ! কেবল ম্যাঘ···কেবল আন্ধার—

কালু। জানি বউ, জানি ! তাইতো বিদেশ যাইতে মন সরে না !

কাদ। না, আইস গিয়া ! পরাণ পোড়ে বুইল্যা পুরুষ মানুষেরে আচলে বাইন্দ্যা রাখতি নাই ! আমি উজানীর ধনপতি সাধুর ইস্ত্রী খুল্লনা ঠাকরুণেরে মা মঙ্গল চণ্ডীর বস্ত করতে দেখছি। আমুও সেই মত মা মঙ্গল চণ্ডীর ঘট পাইত্যা বস্ত করব··· মঙ্গল চণ্ডীর সিন্দুর মাথায় দেব। তুমি সমুদ্দুরের পারে যেহানেই যাও···সেই সিন্দুরের ফোটা তোমারে আবার হ্যাশে ফিরাইয়া আনবে—

কালু। তাই করিস্ বউ···তাই করিস্ ! আয়, বাবা হয় তো এখন শুইয়্যা পড়ছে। লজ্জা কি ? আর একদিন পরে তো চইল্যাই যাবো ; এই জোচ্ছনা রাইত তো আর ফিরা পাবো না ? আয় বউ, আইজ আমারে তোর মিঠা গলার একটা গীত শোনা—

(কাদম্বরীর গীত)

ভাটীর দেশে মন পবনের নায়
ভেসে গেছে নিদয় বন্ধু ভাসায়ে আমায় !!
হিজল বিছানো পথে···রাঙায়ে চরণ
এসেছিল বন্ধু আমার···শ্যামল বরণ ;
নিশি না হইতে ভোর রাখালীয়া মনচোর
কোন পরাণে লইল বিদায় !!
তার বাঁশের বাঁশী আজো কাঁদে ময়নামতীর চরে
দরদীয়া বনের কুসুম ঝুরু ঝুরু ঝরে,
শঙ্খ-নদী কাঁদে সাথে, কাঁদে পদ্মিনী কুলায় !!

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্যামল কিশোরের মন্দির

(বেদেনী বেশে চণ্ডী ও রাধা)

চণ্ডী। শান্তি পাওনি মা ?

রাধা। শান্তি ! মনে হয়, আকাশে আমার যে ঝড় ঘনিয়ে এসেছে— এ ঝড় বুঝি আর থামবে না। সামনে অনন্ত আঁধার ঘেরা রাত্রির যবনিকা ! এ কাল রাত্রির শেষে বুঝি আর নূতন উষার আলো দেখতে পাবো না !—

চণ্ডী। মা—

দিই যখন। নইলে সারাদিন ভর···কোন্দল—আর কোন্দল!

রাধা। সে কি বেদেনী!

চণ্ডী। তাইতো ঝগড়া ঝাটি করে তাকে ছেড়ে এসেছি! এখন সে ছাই মেখে শ্মশানে মশানে তপস্যা করছে! তুইও তোর শ্রীমস্তকে ছেড়ে দে না—দেখবি, সে সাগর পেরিয়ে সিংহল যাবে···তথায় তার দ্বারা জগতের কত কল্যাণ হবে!—

রাধা। বেদেনী—

চণ্ডী। বড় কষ্ট হবে···না? কি করবি মা, মেয়ে মানুষের জন্মই কষ্ট করতে। আত্ম ত্যাগেই নারীর সুখ···জগৎ কল্যাণে আত্ম-বলি দেয় বলেই নারী হলেন জগন্মাতা। আমি জগন্মাতা···জগন্মাতা তুই···ঘরে ঘরে যত নির্য্যাতিতা নিপীড়িতা নারী···সবাই জগন্মাতা! ওরে, আত্ম বলি দে··· তোকে আত্ম বলি দিতে হবে! শ্রীমস্তকে ত্যাগ করতে হবে! জগন্মাতার পূজার ফুল সে···জগন্মাতার পূজার ফুল···

[প্রস্থান।

রাধা। বেদেনী, বেদেনী, শোন, শোন···রহস্যময়ী বেদেনী চলে গেল! জগন্মাতার পূজার জন্যে আমায় আত্ম বলি দিতে হবে! শ্রীমস্তকে ত্যাগ করতে হবে! কেমন করে ত্যাগ করব? ওগো শ্যামল কিশোর, পারবে? পারবে এই নিষ্ফল জীবনের বোঝা বহন করতে? সত্যই কি দেবে আমায় ঐ বিগ্রহ পূজার অধিকার।

খুল্লনা। পুত্র, তোমার সপ্তডিঙ্গা মধুকর প্রস্তুত !

শ্রীমন্ত। চলো মা, ঐ শ্যামল কিশোরের বিগ্রহকে প্রণাম করে এখনি আসছি !

খুল্লনা। শ্রীমন্ত !

শ্রীমন্ত। তুমি ব্যথিত হয়ো না মা। হঠাৎ অনেক দিনের অভ্যাস ভুলতে পারি না,—তাই রাধাকে ডেকে ফেলি ! কিন্তু এ তুমি নিশ্চিত জেনো মা,—যে দুরাচার জনার্দ্দন পণ্ডিত আমার মাতাকে অপমান করেছে···এ জীবনে সেই জনার্দ্দন পণ্ডিতের কন্যার সঙ্গে আর আমি কোন সম্পর্ক রাখব না—কিছুতেই না !

খুল্লনা। নারী-জীবনে তার চেয়ে বড় অপমান, বড় লাঞ্ছনা আর নেই ! তোর পিতা ফিরে এলে আমার সেই কলঙ্ক কালিমা ধৌত হবে—এই আশায় তোকে সিংহলে পাঠাচ্ছি শ্রীমন্ত ! নইলে···ওরে···ওরে—তুই যে আমার অন্ধের যষ্ঠী ; তোকে যে আমি প্রাণ ধরে সে কাল সাগরে পাঠাতুম না !

শ্রীমন্ত। মিথ্যা কলঙ্কের ভয় কর কেন মা ? সে কলঙ্ক তো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কীর্ত্তিবাস মাঝির কাছে আমার এই হারানো কবচ পেয়ে !

খুল্লনা। শ্রীমন্ত !

শ্রীমন্ত। কেঁদো না মা,—এ দুঃখ নিশা তোমার শীঘ্রই অবসান হবে ! পিতা যেখানেই থাকুন···আমি তাঁকে নিশ্চয় গৃহে ফিরিয়ে আনব !

খুল্লনা। ফিরিয়ে আনবি—আমি জানি—তুই ফিরিয়ে আনবি ! মা মঙ্গল চণ্ডী আমায় বলেছেন ! আর বলেছেন···তোর দ্বারা

শ্রীমন্ত। তুমি !

রাধা। বিগ্রহকে নিজের হাতে স্নান করাই · ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিই···ধূপ-ধূনো দিয়ে আরতি করি। আরতি করতে করতে মাঝে মাঝে যেন মনে হয়, আমার প্রাণ-মাধবের নবজলধর তনু অকস্মাৎ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। আকর্ণ বিস্তৃত নীলাব্জ নয়ন দুটী জলভারে টলমল কর্চ্ছে··· রক্তিম ওষ্ঠপুট কাঁপিয়ে শ্যামল কিশোর আমায় যেন বলছেন, ওরে অভাগিনী, ওরে বিশ্ব বঞ্চিতা নারী··· এই তো আমি রয়েছি···এই তো আমি তোকে গ্রহণ করেছি—

শ্রীমন্ত। রাধা—রাধা—তুমি কাঁদছ—

রাধা। বড় আনন্দ—বড় আনন্দ শ্রীমন্ত! সে আনন্দের কথা মুখে বলতে গেলেও দুই চোখ জলে ভেসে যায়। আমি শান্তি পেয়েছি—জীবনে আমার কোন দুঃখ নেই ; কোন অভাব নেই, কোন কামনাও নেই—

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

রাধা। ও কিসের বাদ্যধ্বনি ?

শ্রীমন্ত। জয়বাদ্য বাজছে—আমি সিংহল যাত্রা করছি রাধা।

রাধা। ও! বেশ!

শ্রীমন্ত। রাধা!

রাধা। আমি যাই—আরতির সময় হয়ে গেল—

শ্রীমন্ত। শোনো···যাবার সময় তোমাকে দুটো কথা—

রাধা। ঐ—ঐ ঠাকুর বুঝি আমায় ডাকছে! কি বলছ ? আরতি পাওনি ঠাকুর ? আরতি ? যাই—আমি যাই—

তৃতীয় দৃশ্য

উজানীর পথ।

পল্লী বধূদের গীত।

বাংলা মায়ের সোনার ছেলে আসবে উজান বায়ে
শঙ্খ ধবল পাল উড়ায়ে ময়ূরপঙ্খী নায়ে।
সাত সাগরে লক্ষ্মীমাতা সাজান শুভ বরণ ডালা,
বাংলা দেশের ছেলের গলে দিবেন আপন আশীষ মালা।
মুক্তা, মানিক, রক্ত-প্রবাল আনবে সে যে স্বর্ণ মৃণাল ;
বিপুলা ধরার পূজা ফুলহার রাখবে মায়ের পায়ে।

[গীতান্তে প্রস্থান।

(চণ্ডী ও পদ্মার প্রবেশ)

পদ্মা। দেবি, শ্রীমন্তকে বিদায় দিয়ে এলে ?

চণ্ডী। বিদায় দিয়ে এলাম কি ? আমাদের তো তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে !

পদ্মা। তার প্রয়োজন কি ! তোমার কৃপায় পথে তো কোন বিপদ তার কেশাগ্র স্পর্শ করবে না ! তবে আর সঙ্গে থেকে—

চণ্ডী। তবু যেতে হবে—কালীদহে যেখানে ধনপতির সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর ডুবেছিল···অতল সাগরতল হতে আবার সে রত্নপূর্ণ তরণীগুলি শ্রীমন্তকে তুলে দিতে হবে। আর—আর শ্রীমন্ত সিংহলের রত্নমালা ঘাটে পৌঁছিবার আগে কালীদহের জলে তাকে একবার দিব্যমূর্ত্তিতে দেখা দিতে হবে !

পদ্মা। কি মূর্ত্তিতে দেখা দেবে দেবি ?

চণ্ডী। কমলে কামিনী মূর্ত্তি—

পদ্মা। কমলে কামিনী !

শালি। চুপ! চুপ! বর্ত্তুল!

বর্ত্তুল। মহারাজ!

শালি। একটা ভাল কথা মনে পড়েছে বর্ত্তুল! আচ্ছা ভেবে দেখ তো, আমি বাদে এই সমস্ত সিংহল দ্বীপটার অধিবাসিগণ যদি নারী হত? একমেবাদ্বিতীয়ম্ পুরুষ শুধু আমি··· সিংহলেশ্বর শালিবাহন; আর আমার মন্ত্রী সেনা-নায়ক হতে আরম্ভ করে দূত প্রতিহারী সবাই অমনি পীনোন্নত বক্ষ নিটোল যৌবন মুঞ্জরিতা তরুণী তন্বী···কেমন হত বল দেখিনি?

আজ্ঞে, সে জন্যে ভাবনা কি? দেশে পুরুষ থাকলেও মহারাজ তো দিনরাতে কদাচিত তাদের দর্শন দান করে থাকেন। সর্ব্বদাই এই সব শ্যালিকারদল আপনাকে বহন করে; তাইতো আপনার নাম শালিবাহন।

শালি। হাঃ হাঃ হাঃ! মন্দ বল নি বয়স্য বর্ত্তুল! কিন্তু ভেবে দেখ, তুমিও যদি নারী হতে!

বর্ত্তুল আজ্ঞে, আমার শোওয়া বসা একই কথা! সুন্দরীদের ধরে আনি আমি—ভোগ করেন আপনি। তাই আপনি হলেন ওদের বর—আর আমি বেচারা শুধু কলঙ্কের ভাগী···বর নই···বরের তুল্য; তাই নাম আমার বর্ত্তুল।

শালি। হাঃ হাঃ হাঃ।

(সেনাপতি মহাকালের প্রবেশ)

মহা। সম্রাট জয়তু।

শালি। কে! সেনাপতি মহাকাল!

মহা। গুরুতর রাজকার্য্যের জন্য সম্রাটের বিশ্রাম—

শালি। আঃ—আবার রাজকার্য্য! দুটী সঙ্কেত নিদর্শনী দিয়েছি তোমাকে আর আমার মেয়ে শিলাকে; তারই সাহায্যে তোমাদের সর্ব্বত্র অবাধ গতি। কিন্তু দেখছি তার ফলে তোমরা আমায় যখন তখন এসে উত্যক্ত করে তুলেছ! এবার সঙ্কেত নিদর্শন দুটী ফিরিয়ে নিতে হবে দেখছি!

মহা। মার্জ্জনা করুন সম্রাট। একবার এই পত্রখানি পাঠ করেন যদি—

শালি। নাঃ। কিছুতেই ছাড়বে না দেখছি! আচ্ছা, বাইরে অপেক্ষা কর…(মহাকালের প্রস্থান) সুন্দরীগণ, তোমরা নূপুর-নিক্কণে নৃত্যলীলা সুরু কর। আমি ততক্ষণ মহাকালের লিপি পাঠ করি।

[নর্ত্তকীদের-নৃত্য।

(পত্র পড়িয়া শালিবাহনের মুখ মণ্ডল বিস্ময়ে পরিবর্ত্তিত হইল)

শালি। আশ্চর্য্য!

বর্ত্তুল। কি মহারাজ!

শালি। যাও…তোমরা নও!—মহাকাল—মহাকাল!

(বর্ত্তুল ও নর্ত্তকীদের প্রস্থান। মহাকালের প্রবেশ।)

মহা। সম্রাট!

শালি। অভিরাম—

(অভিরামের প্রবেশ)

শালি। এ পত্রের তাৎপর্য্য অভিরাম! বিশ বৎসর পরে তুমি আমার মৃত্যু-অস্ত্রের সন্ধান এনেছ; কিন্তু সে মৃত্যু-অস্ত্রকে আয়ত্ত করে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে পারনি অপদার্থ! এইজন্যেই তোমায় ভারতবর্ষে প্রেরণ করেছিলুম!

অংশ নিজ অধিকারে আনবার জন্যে তুমি দক্ষিণ সিংহলের রাজাকে হত্যা করেছ!

শালি। এ সংবাদ সিংহলের দ্বিতীয় ব্যক্তি জানে না! তুমি কেমন করে—

জনা। চন্দ্রসেনা আমায় বলেছিল। তার পিতাকে হত্যা করে তুমি বাহুবলে চন্দ্রসেনার হৃদয় জয় করতে চেয়েছিলে। তাকে বিবাহ করে সমগ্র সিংহল অধিকার করতে চেয়েছিলে।

শালি। কিন্তু দাম্ভিকা চন্দ্রসেনা আমায় ঘৃণা করত—পিতৃঘাতী বলে আমায় সে মাল্যদান কর্ল্লে না! গোপনে নিশীথ রাত্রে তার প্রাসাদ অবরোধ করলাম; গুপ্তদ্বার দিয়ে সে পালিয়ে গেল!

জনা।—পথে নামতেই সম্মুখে রাজপথে এই দীন ব্রাহ্মণকে পেয়ে নিরুপায় রাজকন্যা এই ব্রাহ্মণকেই পতিরূপে বরণ কর্ল্লে!

শালি।—করুক—তবু ধরতে পারলে আমি তাকে হত্যা করতাম। দক্ষিণ সিংহলের দ্বিতীয় রাজবংশধর আর কেউ অবশিষ্ট ছিল না। তাই সমগ্র সিংহল সেই হতে আমার অধিকারে এল। অধিকার পেয়ে গোপনে কত সন্ধান করলাম; তবু তোমাদের ধরতে পারলাম না!

জনা। আমরা সম্বৎসরকাল সিংহলের বন বনান্তরে বন্য পশুর ন্যায় আত্মগোপন করে ফিরেছি। আমাদের দুঃখ রাত্রের আনন্দ চন্দ্রিকা রূপে উদয় হল—শিশু কন্যা রাধা! তাকে বুকে নিয়ে ভারতবর্ষগামী ধনপতি শ্রেষ্ঠীর বাণিজ্য তরণীতে আশ্রয় নিলাম।

শালি। আমি জানি—আমি জানি! সেই তরণী আক্রমণ করবার জন্যে সসৈন্যে সমুদ্রকূলে ছুটলাম; কিন্তু দারুণ তুফান উঠে তরণী অদৃশ্য হয়ে গেল!

জনা। সেই তুফানে ধনপতি ডুবেছে···চন্দ্রসেনা ডুবে মরেছে···শুধু আমি আমার সেই শিশু কন্যাকে নিয়ে এক নাবিকের সাহায্যে গৌড়বঙ্গে ফিরে এসেছি।

শালি। চন্দ্রসেনা মরেছে! কিন্তু তার কন্যাকেও আমি বাঁচতে দেব না! গৌড়বঙ্গ হতে তাকে ধরে এনে হত্যা করব; শত্রুর শেষ রাখবো না। আর—আর—তার আগে আমার পরম শত্রু তুমি···তোমায়ও ধনপতিকে দিয়ে—

জনা। ধনপতি! কোথায় সে? সে তো মৃত!

শালি। মৃত নয়···তুফানে সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে তার মূর্চ্ছাতুর দেহ আবার সিংহলে ফিরে এসেছিল। তোমার সাহায্যকারী বলে এই বিশ বৎসর সে সিংহল কারাগারে বন্দী; জরা জীর্ণ, বিকৃত মস্তিষ্ক, স্থবির। আজ সেই ধনপতিকে দিয়ে—

(ধনপতির প্রবেশ)

ধন। হ্যাঁ হ্যাঁ···আমি ধনপতি, আমি ধনপতি শ্রেষ্ঠী!

জনা। একি! বন্ধু ধনপতি!

ধন। বিশ্বাস হয় না? এই দেখ, নখে আচড়ে আচড়ে গায়ে আমার নাম লিখে রেখেছি। আমার নিজেরই মাঝে মাঝে ভুল হয় কিনা; তাই লেখা পড়ি···আর আমার মনে পড়ে।

শালি। ধনপতি, তুমি মুক্তি চাইতে না? মুক্তি নেবে?

ধন। কেন···বেশ তো আছি! যখন চোখ ছাপিয়ে হঠাৎ জল আসে···তোমার মেয়ে···ঐ কি নাম যেন?

শালি। শীলা।

ধন। হ্যাঁ শীলা! শীলা এসে জল মুছিয়ে দেয়। আবার কয়েদ খানার পাথর ভাঙ্গি···আর শিবের গাজন গাই!

(ধনপতি অগ্রসর হইল)

জনা বন্ধু···বন্ধু !

ধন। কে বন্ধু ! বন্ধু নাই ! বিশ বৎসরের বন্দী যে···সে যদি মুক্তির আশ্বাস পেয়ে হাতে মুক্ত ছুরিকা পায়···সে বন্ধু হত্যা করতে পারে···মুক্তির জন্যে আত্মহত্যা করতে পারে।

জনা। বন্ধু, বন্ধু !

ধন। হাঃ হাঃ হাঃ—

[ছুরিকাঘাত···জনার্দ্দন পড়িয়া গেল।

শালি হাঃ হাঃ হাঃ ! অভিরাম, গৃহের চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী নিয়ে অবস্থান কর ; বাইরের কেউ এখানে প্রবেশ না করে। জহ্লাদ মৃতদেহ নিয়ে যাবে—তারপর ঐ বন্দীর মুক্তি।

[শালিবাহন ও অভিরামের প্রস্থান।

ধন। এসব কি ! রাঙ্গা জবা, রাঙ্গা জবা ! এ যে চণ্ডীর পূজোর ফুল ! ছি ছি···এ কেন হাতে নিয়েছি ! হাত কলঙ্কিত হল ! ধূয়ে ফেলি···জল কোথায়, কোথায় জল ?

(মঙ্গল ঘটসহ শীলার প্রবেশ)

শীলা। কে জল চায় ? একি ধনপতি, তুমি এখানে ! পিতা কোথায় ?

ধন। রাজকন্যা, হাত ধোব, জল দাও।

শীলা। তোমার হাতে কি ! একি···রক্ত ! কি সর্ব্বনাশ ! কাকে নিহত করেছ ?

ধন। করব না ! রাজা বল্‌লে···হত্যা করলে আমি মুক্তি পাব।

শীলা। হায় পিতা, এই অর্দ্ধোন্মাদ অসহায় শ্রেষ্ঠীকে দিয়ে তুমি শেষে নর হত্যা করালে ! মঙ্গল চণ্ডীর ঘট এনেছি···সমুদ্রতীরে কারা পূজা দিচ্ছিল···বললে মায়ের ঘটের জলে নাকি সব

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সিংহল সমুদ্র তট

(রাজকন্যার সখীদের গীত)

সাগর সিনানে চল নব কামিনী
মরাল গামিনী ধনি চোখে মৃগ চাহনি
ঢেউগুলি ভেঙ্গে পড়ে সাগর বেলায়
হাত ছানি দিয়ে ডাকে সুন্দরী আয়
শীতল লহর বুকে নিটোল হৃদয় রেখে
গোপন না বলা কথা—চল নীরবে শুনি
ঝলকিছে নীলজল নাগরীলো চল চল
আসিবে দিনের শেষে মধু যামিনী !—

(গীতান্তে রাজকন্যা শীলার প্রবেশ)

শীলা। সখি !

১মা সখী। এই যে রাজকন্যা ! শীলা ছাখ সখি, ঐ—ঐ রত্নমালার ঘাটে···

১মা। একি সখি ! তুমি কাঁপছ কেন ?

শীলা। না···দূর···কাঁপব কেন—শোন তোরা, আমার চতুর্দ্দোলার কাছে অপেক্ষা করগে। হ্যাঁ, শ্যামলী, তুই একবার যা তো সখি, শুধিয়ে আয় রত্নমালার ঘাটে ও কাদের মধুকর এসে ভিড়েছে ! বণিকের নাম কি···কোথায় ঘর সব শুনবি—

শীলা। শ্রীমন্ত! হ্যাঁ শ্রীমন্তই বটে!

১মা। সখি, কারা যেন আসছে—

শীলা। চল সখি,—শীঘ্র প্রাসাদে চল—

[উভয়ের প্রস্থান।

(অন্যদিক হইতে কীর্ত্তিবাস ও কালুর প্রবেশ)

কালু। ক্যা! তুমি অত রাগ হইল্যা ক্যা বাবা?

কীর্ত্তি। রাগ হব না! আমি এটটু নাও ছাড়ছি···আর অমনি শ্রীমন্ত সদাগরেরে ধইর‍্যা লইয়া গেল! ষাট বচ্ছরইয়া বুড়া কীর্ত্তিবাস নাওতে ছেল না···কিন্তু তার জোয়ান মর্দ্দ পোলা···সেকি আড়াই স্তার চাইলের ভাত খায় না! দরকার হলি, ত্যাল পাকানো বাঁশের লাঠি ধইর‍্যা সে এহা কি দুই চার কুড়ি সিংহলীর তফাতে হঠাইতে পারে না! বাঙ্গালীর নাম ডুবাইলি—কীর্ত্তিবাস মাঝির মুহে তুই চুণকালী লেপলি—পোড়াকপাইল্যা!

কালু। বেহুদ্দা চইটো না বাবা! তুমি বিন্তাশে আইস্তা ক্যাবল মায়ের লইগ্যা এট্‌টা পানের বাটা কিনাই খালাস। ভিতর বাড়ীতে আর যারা আছেন তাগোর কথা ভাবলাই না! তাই কি আর করি···আমি সগ্‌গলের জন্যি একখান আবের কাহুই কিনতে নাও ছাইড়্যা পারে নামছিলাম, এমুন সময়—

কীর্ত্তি। সগ্‌গলের জন্যি একখান আবের কাহুই! আবের কাহুইতে চুল আছড়াইবে বুঝি?

কালু। চুল আউছড়াবে ক্যা! সগ্‌গলে খোপায় পরবি—

কীর্ত্তি। টেপীর মা, ক্ষান্ত, মোক্ষদা, আউলাকেশী সগ্‌গলে একখান চিরুণী খোপায় পরবি ক্যাম্বায়!

কালু। দুত্তর মোক্ষদা আউলাকেশীর! তাগো আউলাক্যাশে আগুন জ্বালাই! সগ্‌গলে মানে বাড়ীর আর সগ্‌গলে হবে কেন? একজন।

কীর্ত্তি। সগ্‌গলে মানে আর সগ্‌গলে হবে না! একজন! সে আবার কেডা?

কালু। এক আবের কাহুই কিন্যা কি মস্কিলেই পড়লাম ন্যাহেন তো মশায়! বুইড়্যা বাপেরে বুঝাই ক্যাম্বায় যে জোয়ান মদ্দ ছাইলার কাছে ভিতর বাড়ীথে কোন একজন থাকলেই সগ্‌গলে আছে বুইল্যা মনে হয়। আর কেডা একজন না থাকলে লোক জমাজম বাড়ীরেও ঘুঘু চড়ান শষ্য ফুলের ক্ষ্যাতের মতন ন্যাহায়!

(ধনপতি শ্রেষ্ঠীর প্রবেশ)

ধন। ঘুঘু চড়ছে তবে! আমার ভিটেয় ঘুঘু চড়ছে! হাঃ হাঃ হাঃ—

কীর্ত্তি। একি···এ কেডা?

ধন। চড়ুক—চড়ুক ঘুঘু—তবু মেয়ে দেবতা চণ্ডীর পায়ে আমি অঞ্জলি দিই নি—চণ্ডীকে পূজো করিনি—কর্ব্বও না!

কীর্ত্তি। চণ্ডীর উপর এত বিদ্বাষ! তয় কি—তয় কি—আপনি তুমি—

ধন। আমি—আমি খুনে। লোকে খুন করে কয়েদ হয়···আর আমি খুন করে খালাস পাই—তোমাদের চণ্ডীর দয়াতে নয়··· শিবের আশীর্ব্বাদে···সিংহল কারাগার হতে বিশ বছরের বন্দী ধনপতি শ্রেষ্ঠী খুন করে খালাস পায়···হাঃ হাঃ হাঃ—

কালু। অ্যাঁ! ধনপতি শ্রেষ্ঠী! তুমি কালীদয় ডুইব্যা মরছিলা··· আবার বাচলা ক্যাম্বায়?

ধন। কালীদহ! ওঃ সর্ব্বনাশী চণ্ডী···সর্ব্বনাশী চণ্ডী ছলনা করে

শ্রীমন্ত। গৌড়বঙ্গে উজানীর বিদ্যায়তন···সেই বিদ্যায়তনে আমায় এ অঙ্গুরীয় দিয়েছে রাধা।

১ম নাগ। কে সে রাধা···আমরা তাকে দেখব।

শালি। তোমরা ভেবে দেখ বন্ধুগণ, যুবকের উক্তি যদি সত্য হয়···সুদূর গৌড়বঙ্গের এক বালিকের হস্তে ছিল ঐ অঙ্গুরীয়! গৌড়-বঙ্গের সঙ্গে সিংহল রাজবংশের কোন সম্পর্ক নাই; সুতরাং সেই রাধাকে দিয়ে আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকতে পারে না।

১ম নাগ। কিন্তু ঐ অঙ্গুরীয়?

শালি। হাঁ্যা, অঙ্গুরীয়। তোমাদের···তোমাদের নিশ্চয় স্মরণ আছে, দক্ষিণ সিংহলেশ্বর মহারাজ অগ্নিধ্বজ গুপ্ত আততায়ীর হস্তে নিহত হয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস···গৌড়বঙ্গের কোন বণিক মহারাজকে নিহত করেছিল এবং রত্নলোভে তাঁর হস্তের রত্ন অঙ্গুরীয়টী খুলে নিয়েছিল। কালক্রমে সেই অঙ্গুরীয়ই বালিকা রাধার হস্তে—

১ম নাগ। কিন্তু সিংহল রাজকুমারী চন্দ্রসেনা—

শালি। চন্দ্রসেনা নেই—চন্দ্রসেনা কালীদহে নিমজ্জিতা···তার সঙ্গে ওই অঙ্গুরীয়ের কোন সম্পর্ক নেই—

(জনার্দ্দনের প্রবেশ)

জনা। মিথ্যা কথা—ও অঙ্গুরীয় চন্দ্রসেনার হস্তের অঙ্গুরীয়।

শ্রীমন্ত। জনার্দ্দন বাচস্পতি!

শালি। একি! তুমি—তুমি—

জনা। হাঃ হাঃ হাঃ! স্বপ্ন নয়···বিভীষিকা নয়···তোমার ইঙ্গিতে নিহত জনার্দ্দনের প্রেতাত্মাও নই! মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায়

সহোদর ভ্রাতৃ তুল্য আমরা। এক সিংহলী ভাই যদি আর এক সিংহলী ভাইএর ওপর অবিচার করে···তা বলে তাকে গৃহ-বিতাড়িত করবেন আপনারা—সুদূর গৌড়বঙ্গের এক কূট-বুদ্ধি ব্রাহ্মণের প্ররোচনায় !

শ্রীমন্ত। প্রতারিত হয়োনা নাগরিকগণ ! চতুর শালিবাহনের চাতুর্য্যে তোমরা প্রতারিত হয়ো না···শালিবাহনের যুক্তি শুনে—

শালি। না···আমার যুক্তি শুনবে কেন ? সিংহলবাসীগণ, তোমরা শোনো এই গৌড়বঙ্গের বণিক পুত্র শ্রীমন্তের যুক্তি ! আমি তোমাদের হিতার্থী নই ! হিতার্থী তোমাদের—ওই বিদেশী বণিক···যারা নাকি দিনের পর দিন সিংহল-লক্ষ্মীর রত্ন মাণিক্য শোষণ করে গৌড়বঙ্গকে পরিপুষ্ট কর্ত্তে—

শ্রীমন্ত। বন্ধুগণ ! বণিক শোষণকারী নয় ··বণিক সর্ব্বদেশের ঐশ্বর্য্যের বাহক মাত্র। সিংহলের রত্ন-মাণিক্য নিয়েছি সত্য···কিন্তু তার পরিবর্ত্তে সোণার বাংলার শস্য সম্পদ কি তোমাদের দান করিনি ? ঝড় তুফান মাথায় নিয়ে বাংলার শস্য সম্পদ যদি বহন করে না আনতাম···তা'হলে কি রত্ন-মাণিক্য আর হীরা জহরৎ চর্ব্বণ করে সিংহলবাসীদের উদর পূর্ত্তি হত ? শোষণকারী বলেন তো, বাঙালী আর বিদেশে বাণিজ্য করবে না। দেশের মোটা ভাত ডালে বাঙ্গালী-জাত অনায়াসে বেঁচে থাকবে। কিন্তু আপনারা ! সোণার বাংলার শস্য-ভাণ্ডার আমরা যদি রুদ্ধ করে দিই···দেখবেন, সিংহল তো ছার·· অর্দ্ধ পৃথিবীর নর-নারী ক্ষুধার জ্বালায় শুকিয়ে মরবে !

নাগ। তা সত্য ! বাঙ্গালী শোষণ কচ্ছে না···পোষণ কচ্ছে !

রাজা শালিবাহন আমাদের ভুল বুঝিয়েছে—আমাদের প্রতারিত করেছে !

শ্রীমন্ত। প্রতারিত আপনারা চিরদিন ধরে হয়ে আসছেন ! কিন্তু আর নয় বন্ধুগণ, আপনাদের সুদিন সমাগত ! স্বয়ং দেবী চণ্ডীকা আপনাদের দুঃখ মোচনে সিংহলে অবতীর্ণা হচ্ছেন।

শালি ! দেবী চণ্ডীকা !

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ, তাঁর অপরূপ কমলে কামিনী মূর্ত্তি দেখেছি আমি···এই সিংহলের কালীদহে !—

শালি। কি সে কমলে কামিনী মূর্ত্তি !

শ্রীমন্ত। কামলুব্ধ· ·নারী নির্য্যাতনকারী তুমি ! কিন্তু তোমার সর্ব্ব দম্ভ চূর্ণ করবেন—কামিনীরূপিনী জগন্মাতা ! তাই কালীদহে দেখেছি কমল দলে আসীনা। লাবণ্যময়ী কামিনী ! মত্ত গজ তাকে আক্রমণ করতে এসেছিল—কিন্তু কামিনী তাকে দমন করে' এক হস্তে মুখ গহ্বরে নিক্ষেপ করছেন···আবার পরম করুণায় অন্য হস্তে মুক্তি দিচ্ছেন !

শালি। এই মূর্ত্তি দেখেছ তুমি সিংহলের কালীদহে !

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ, স্বচক্ষে দেখেছি এই মূর্ত্তি।

শালি। শোনো···শোনো নাগরিকগণ ! কালীদহের খরস্রোতে ভাসমান পদ্ম—তার ওপর নারীমূর্ত্তি—আর সেই নারী ভোজন কর্চ্ছে প্রমত্ত গজরাজকে ! হাঃ হাঃ হাঃ ! এই উন্মাদের বাক্যও তা হলে বিশ্বাস কর্ত্তে হবে আমাদের !

১ম নাগ। হাঃ হাঃ হাঃ ! এ বড় অদ্ভুত কথা ভাই ! পদ্মের ওপর মেয়ে ছেলে—আর হাতী ! হাঃ হাঃ হাঃ—

২য় না। তাদের ভারে পদ্ম ডুবছে না—

চতুর্থ দৃশ্য

সিংহল মশান।

(নাগরিকগণ)

১ম না। পারল না। কমলে কামিনী দেখাতে পারল না! কত ডাকল···তবু কিছুতেই দেবী দর্শন দিলেন না!

২য় না। ও আমি আগেই জানতাম! কালীদহের স্রোতে ভাসবে কমল···তার ওপর কামিনী···আর সে খাচ্ছে হাতী! হাঃ হাঃ হাঃ—যেমন গ্যাজাখুরী গল্প বোলে ধাপ্পা দিতে এসেছিলে সোণার চাঁদ, নাও···এইবার তাল সামলাও! বিদেশ বিভূয়ে এই মশানে এসে প্রাণ দাও—

(শালিবাহন, শীলা, মহাকাল, জনার্দ্দন, শ্রীমন্ত প্রভৃতির প্রবেশ)

শালি। সিংহলবাসী বন্ধুগণ, তোমরা দেখলে যে কালীদহে কমলে কামিনী মূর্ত্তি নেই!

সকলে। না, নেই—

শালি। সুতরাং পূর্ব্ব সর্ত্ত অনুসারে, মিথ্যা প্রতারণার অভিযোগে শ্রীমন্ত ও এই ব্রাহ্মণকে আমরা বধ করব।

শ্রীমন্ত। আমায় বধ কর সিংহলেশ্বর, কিন্তু মিথ্যা প্রতারক বোলো না!

শালি। এখনো বলব তুমি সত্যবাদী!

শ্রীমন্ত। কমলে কামিনী দেখাতে পারিনি তোমাদের ; কিন্তু এখনো বলছি—হ্যাঁ আমি দেখেছি—তোমরা না দেখ, আমি স্বচক্ষে দেখেছি সেই মূর্ত্তি। দেখাতে পারিনি—প্রাণ-দণ্ড দাও ; তবু মুক্তকণ্ঠে বলব—খুল্লনা সতীর পুত্র শ্রীমন্ত কখনো মিথ্যা প্রতারণা করে না—কমলে কামিনী মূর্ত্তি সে দর্শন করেছে।

শালি। করুক দর্শন—তবু তার উক্তির সত্যতা যখন কিছুমাত্র প্রমাণিত হয়নি···তখন তাকে প্রাণ দিতে হবে—তার সঙ্গী ওই ব্রাহ্মণকেও প্রাণ দিতে হবে! প্রস্তুত হও বিদেশীয়গণ!

শ্রীমন্ত। তোমার বিচারে আমার যদি অপরাধ হয় তো সেজন্য আমি মরব···ব্রাহ্মণ কেন···?

শালি। পাপীর সঙ্গী পাপী; একের পাপে উভয়ের প্রাণ গ্রহণ। তুমি প্রধান অপরাধী···তাই তুমি আগে—তারপর ব্রাহ্মণ! প্রস্তুত হও—

শ্রীমন্ত। আমি প্রস্তুত—

শালি। ঘাতক—

শীলা। পিতা—পিতা,—

শালি। শীলা—!

শীলা। ওকে ক্ষমা কর বাবা!

শালি। ক্ষমা!

শীলা। তোমার পদতলে বসে কাতরে ভিক্ষা কর্চ্ছি—

শালি। শীলা,—এই মশানে সহস্র লোক চক্ষুর সম্মুখে এক তরুণ বিদেশী বণিকের জন্যে তোমার এ অহেতুক করুণা বড় বিচিত্র!

শীলা। পিতা,—

শালি। স্তব্ধ হও! নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে দেখ ওর প্রাণদণ্ড। না পার ··এ স্থান ত্যাগ কর! ঘাতক!

ধনপতি। (নেপথ্যে) মহারাজ—মহারাজ—

শালি। কে—

(ধনপতির প্রবেশ)

ধন। আমি! মুক্তি দিয়েছ···সেই আনন্দে নাচতে নাচতে মশানে এসেছি। এখানে এত মশাল কেন? বিয়ে হবে বুঝি···না! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

জনা। বন্ধু—বন্ধু—

ধন। বন্ধু! কে তুমি! ওঃ···জনার্দ্দনের প্রেতাত্মা!

শ্রীমন্ত। কে—কে এ বিকারগ্রস্ত স্থবির!

জনা। ধনপতি শ্রেষ্ঠী—

শ্রীমন্ত। ধনপতি শ্রেষ্ঠী! পিতা—পিতা--

সকলে। ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত!

ধন। আমার—আমার পুত্র! এমন সুন্দর, এমন নধর-কান্তি বালক—এই আমার পুত্র! ওরে ভিখারী ধনপতির তপস্যার ধন, বুকে আয়···কত যুগ ধরে এ বুকে আগুণ জ্বলছে··· বুকে আয়—

শ্রীমন্ত। পিতা—পিতা!

শালি। দাঁড়াও ধনপতি! ওকে বুকে নিতে পারবে না—

ধন। কেন! আমার পুত্র—

শালি। হোক পুত্র,—তবু কমলে কামিনী মূর্ত্তি দেখেছে বলে আমাদের প্রতারিত করেছে···তাই আজ হবে ওর প্রাণদণ্ড!

ধন। ওঃ—আচ্ছা···(ম্লানহাসি)···আমি যাই—যাই—

শ্রীমন্ত। পিতা!

ধন। নাঃ, সরে যা! ঐ ঘাতকের খড়্গ ঝকমক কচ্ছে···এখুনি লালে লাল হয়ে যাবে! হঠাৎ ঐ মুখখানি দেখে···ওর—ওর

আমি অন্য কোন নারীকে কেমন করে আমার জীবন-সঙ্গিনী করি! রাধা! রাধা! রাধা আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে—কিন্তু সে ছিল দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কন্যা রাধা; আর আজ সে হতে চলেছে দক্ষিণ সিংহলের অধিশ্বরী! সমস্যা···বিষম সমস্যা! অন্তর্য্যামী প্রেমের দেবতা, বলে দাও—আমি কি করব—আমি এখন কি করি!

(জনার্দ্দনের প্রবেশ)

জনা। শ্রীমন্ত!

শ্রীমন্ত। জনার্দ্দন বাচস্পতি! আপনি এখানে!

জনা। লুকিয়ে এলুম! তুমি এ প্রমোদ-গৃহ ত্যাগ করে আমার সঙ্গে পালিয়ে এসো শ্রীমন্ত!

শ্রীমন্ত। কোথায় যাব বাচস্পতি?

জনা। ভারতবর্ষে পালিয়ে যাবে—আমার মধুকর প্রস্তুত···শীঘ্র এসো।

শ্রীমন্ত। আপনার সঙ্গে পালিয়ে যাবো? তার অর্থ?

জনা। তার অর্থ তোমায় আমি এ ষড়যন্ত্রে বিজড়িত হতে দেব না।

শ্রীমন্ত। কিসের ষড়যন্ত্র?

জনা। ষড়যন্ত্র আমার কন্যাকে সিংহলের অধিকার হতে বঞ্চিত করবার···ষড়যন্ত্র আমার কন্যার একনিষ্ঠ প্রেমকে ব্যর্থ করবার···ষড়যন্ত্র এক পুষ্প-সুকোমলা বালিকাকে দলে পিষে পথের ধূলায় নিক্ষেপ করবার!

শ্রীমন্ত। ব্রাহ্মণ,—এসব কি বলছেন আপনি?

জনা। তোমার লজ্জা করে না যুবক,—সিংহলেশ্বর শালিবাহনের প্রদত্ত এই সমুদ্র-কূলের সুসজ্জিত গৃহে অবস্থান করতে?

জনা। ঐ ঐ শালিবাহনের ময়ূরপঙ্খী দেখা দিয়েছে! আর অপেক্ষা নয়! এই তবে তোমার শেষ কথা শ্রীমন্ত?

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ, শেষ কথা!

জনা। উত্তম, তা হলে শুনে রাখো শ্রীমন্ত, এই প্রত্যাখ্যান দ্বারা আমায় তুমি যে অপমান করলে·· সে অপমানের প্রতিশোধ নিতে জনার্দ্দন পণ্ডিতের কন্যা কখনো ভুলবে না!

[প্রস্থান।

শ্রীমন্ত। বেশ! আমিও সাগ্রহে সেই শুভ দিনেরই প্রতীক্ষা কর্ব্ব।

(ময়ূরপঙ্খী ভিড়িল···নৌকায় শালিবাহন ও শীলা)

শালি। শ্রীমন্ত—

শ্রীমন্ত। সিংহলেশ্বর—

শালি। তিন রাত্র সম্পূর্ণ প্রায়···অন্তর আমার অধীর···সমস্ত রাত্রি সমুদ্রবক্ষে ময়ূরপঙ্খীতে বিচরণ করেছি···রাত্রি শেষে আর থাকতে না পেরে আকুল আগ্রহে উপস্থিত হলুম তোমার অভিমত জানতে!

শ্রীমন্ত। আমি স্বীকৃত সিংহলেশ্বর—

শালি। স্বীকৃত! শীলাকে বিবাহ কর্ব্বে তুমি!

শ্রীমন্ত। আপনি যদি দান করেন!

শালি। যদি দান করি! এই আশায়···এই উৎকণ্ঠায় যে সমস্ত রাজকীয় মর্য্যাদা বিস্মৃত হয়ে স-কন্যা তোমার দুয়ারে এসেছি শ্রীমন্ত! শীলা—শীলা—

শীলা। বাবা—

শালি। আয় মা,—দেবী মঙ্গলচণ্ডীর বর-পুত্র···ভাগ্যবান এই বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠীর হস্তে তোকে অর্পণ করে আমার সমস্ত কৃত পাপের

প্রায়শ্চিত্ত করি! কালই শুভলগ্নে বিবাহ শেষে শ্রীমন্তকে উত্তর সিংহলের সিংহাসনে অভিষিক্ত করে—

শ্রীমন্ত। আমায় ক্ষমা করবেন সিংহলেশ্বর, উত্তর সিংহলের সিংহাসন আপনারই থাক—আপনার কন্যাকে গ্রহণ করে আপনার আশীর্ব্বাদ-যৌতুক মাথায় তুলে নেব—রাজ্যের যৌতুক নয়!

শালি। শ্রীমন্ত!

শ্রীমন্ত। বিবাহান্তে আমরা কালই দেশে যাবো···এই অনুমতি দিন আপনি।

শালি। দেশে যাবে! কেন বৎস, সিংহল কি তোমার ভাল লাগছে না!

শ্রীমন্ত। ভাল লাগে না···সে কথা বলিনি মহারাজ! সমুদ্র-মেখলা এই স্বর্ণ-মণি-কুন্তলা দ্বীপের তুলনা নাই! তবু আমার মন পড়ে রয়েছে সেই সুদূর গৌড়বঙ্গের পানে! কত দীর্ঘদিন আমি বিদেশবাসী! দূর সমুদ্র পারে আমার জন্মভূমি আমায় আকর্ষণ কর্চ্ছে···আর···আর···আমার দুঃখিনী মা জননী খুল্লনা হয়ত মা কত ভাবছেন···হয়ত আমার আশা পথ চেয়ে কত অশ্রু-ধারা ফেলছেন! আমায় এবার বিদায় দিন মহারাজ! আমার জন্ম ভূমিকে ছেড়ে, আমার গর্ভধারিণী মাতাকে ছেড়ে, সিংহল সিংহাসন তো তুচ্ছ—সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্যও আমি ভোগ করতে চাইনা!—

শালি। বেশ, তবে তাই হবে। আমি যাই—আমার বৈবাহিক ধনপতি শ্রেষ্ঠীকে বিশ্রাম-কুঞ্জ হতে জাগরিত করি গে···তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে বিবাহ শেষে কবে আমরা গৌড়বঙ্গে যাত্রা কর্ব্ব তার লগ্ন নির্ণয় করিগে—

অভিরাম—অলক্ষ্য হতে হয়তো সেদিন তাম্রলিপির কাহিনী শুনেছিল—তাই সিংহাসন লোভে এবার সরলপ্রাণ ব্রাহ্মণকে সে প্রতারিত করতে চায়! তাম্রলিপি হস্তগত করে ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করতে চায়···হয়ত রাধাকেও—

শ্রীমন্ত। কি!

শালি। না, আর বাক্য ব্যয়ের সময় নেই! মহাকাল, দামামা নির্ঘোষে রাজকীয় নৌবহর এই মুহূর্ত্তে সম্মিলিত করো—

(ভেরী নিনাদ)

শীলা। ব্যাপার কি বাবা! নৌবহর সম্মিলিত কর্চ্ছ কেন?

শালি। ভারতবর্ষ যাত্রা করতে হবে—অভিরাম, জনার্দ্দন ভারতে পৌঁছিবার পূর্ব্বে···যে করে হোক···আমাদের ভারতে পৌঁছিতে হবে। ব্রাহ্মণকে প্রতারিত করে রাজা অগ্নিধ্বজের তাম্রলিপি হস্তগত করবার পূর্ব্বেই অভিরামকে বন্দী করতে হবে। নইলে—

শ্রীমন্ত। নইলে?

শালি। জনার্দ্দন মরবে—সঙ্গে হয়তো রাধাও—

শ্রীমন্ত। সে কি!

শালি। আর কথা নয়···এসো, ভারতবর্ষগামী ঐ তরণী-বক্ষেই অনুষ্ঠিত হবে তোমাদের বিবাহ উৎসব।

চাই অভিরামের সঙ্গে তোকে বিবাহ দিতে। বিবাহ দিয়ে দক্ষিণ সিংহলের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করব; প্রতিদ্বন্দ্বীহীন পরিপূর্ণ অধিকার নিয়ে যখন সিংহলে ফিরবো···নাগরিকগণকে সেই তাম্রলিপি প্রদর্শন করব—আর সাধ্য কি শালিবাহনের যে শত্রুতা সাধন করে!

রাধা। বাবা—

জনা। দ্বিরুক্তি নয় রাধা, আজই রাত্রে তোকে অভিরামকে বিবাহ কর্ত্তে হবে—

রাধা। সে হয় না বাবা—

জনা। রাধা!

রাধা। আমায় ক্ষমা কর বাবা! তোমায় অধিক কি বলব? পাত্র-পূর্ণ বিষ এনে যদি আমায় তা পান কর্ত্তে বল···তোমার আদেশে হাসতে হাসতে পান করব! তবু অভিরামকে বিবাহ কর্ত্তে পারব না! না—কিছুতেই না—

জনা। অবাধ্য কন্যা! জানতে পারি--কেন···কিসের জন্যে তুমি অভিরামকে বিবাহ কর্ব্বে না? কোন বিষয়ে সে তোমার অনুপযুক্ত?

রাধা। বাবা, আমি তা বলিনি।

জনা। তা বলিনি! এ সমস্তের মূলে যে কে—সে আমার অজ্ঞাত নয়।

রাধা। কে—

জনা। কেন! শ্রীমন্ত শ্রেষ্ঠী—

রাধা। বাবা—

জনা। কিন্তু মনে রেখো, তোমার চিরকাম্য দেবতা সেই শ্রীমন্ত শ্রেষ্ঠী আজ শালিবাহনের জামাতা—

রাধা। শালিবাহনের জামাতা! কে! শ্রীমন্ত!

জনা। হ্যাঁ! রাজকন্যা শীলাকে বিবাহ করে সে তোমায় ভোলেনি কন্যা! তোমার জন্যেও সে এক প্রীতিময় বাণী প্রেরণ করেছে! শুনতে চাও তোমার দেবতা শ্রীমন্তের সেই মধুক্ষরা বাণী?

রাধা। শ্রীমন্ত আমায় ভোলেনি···এখনো সে আমায় মনে করে··· আমার কথা ভাবে বাবা, কি বলেছে শ্রীমন্ত আমায়?

জনা। বলেছে যে জনার্দ্দন বাচস্পতির কন্যা রাধা পৃথিবীতে বেঁচে থাকলেও—শ্রীমন্তের কাছে সে চির-মৃতা!

রাধা। ওঃ! শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত—

জনা। রাধা! এ কি হল? রাধা!

রাধা। না! কি ভুল আমার···শ্যামল কিশোরকে ডাকতে—শ্রীমন্তকে ডেকে ফেলি! ছিঃ ছিঃ, অপরাধ নিওনা শ্যামল-কিশোর, অপরাধ নিওনা পীতম! বড় জ্বালায় জ্বলি ঠাকুর, তাই ভুল করি! ওগো শ্যামল···ওগো মোহনীয়া বন্ধু···এ জ্বালার জগৎ হতে তুমি আমায় মুক্তি দাও···মুক্তি দাও—

[প্রস্থান।

জনা। রাধা···রাধা—

(শীলভদ্রের প্রবেশ)

শীল। আচার্য্য···

জনা। শীলভদ্র, সরে যাও···রাধাকে ধরে আনি···সরে যাও!

শীল। না, রাধাকে এ চক্রান্ত জালের মধ্যে আর টেনে আনবেন না আচার্য্য! তাকে নিয়ে শীঘ্র পালান···আপনার বিপদ আসন্ন।

পদ্মা। আজ তোমার প্রাণে বড় আনন্দ! না দেবী?

চণ্ডী। সত্যিই পদ্মা—এমন আনন্দের অনুভূতি পূর্ব্বে কখনও হয়নি আমার! চণ্ডীপূজা-ব্যপদেশে নারী দেবতার পূজা প্রচলিত হল—মানুষ নারীকে জগজ্জননীর অংশ সম্ভূতা বলে জানল! আমি শাশ্বত নারীরূপে জননী-জায়া-দুহিতা ও ভগ্নীর মূর্ত্তিতে প্রতি গৃহে অবস্থান করি—নারীর পূজায় আমার পূজা—নারীর নিগ্রহে আমার নিগ্রহ! চণ্ডীপূজা উপলক্ষ্য করে এই পরম তথ্য আজ হতে জগতে প্রচারিত হল—আমি আনন্দিত···আমি পরিতৃপ্ত!

পদ্মা। তৃপ্তির উল্লাসে সমস্ত বিশ্বলোককে এমন করে ধন-ধান্য-ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ করে তুলেছ অভয়া! ওই রাঙ্গা পায়ে যে অঞ্জলি দিচ্ছে··· সেই সুরবাঞ্ছিত সম্পদের অধিকারী হচ্ছে! এত ঐশ্বর্য্য যে দিচ্ছ তোমার পূজারীদের—তারা যদি সম্পদ লাভ করে' আবার মদমত্ত হয়ে ওঠে—আবার নারী নির্য্যাতন আরম্ভ করে···তখন?

চণ্ডী। ভয় নাই পদ্মা! আমার কমলে কামিনী মূর্ত্তি আবার স্মরণ করিয়ে দেব তখন মদমত্ত অন্ধ জীবকে। চির-পবিত্রতা-স্বরূপ কমল দলে অধিষ্ঠিতা থেকে আবার দমন করব তখন পুরুষের বাসনারূপী প্রমত্ত কুঞ্জরকে। কমলে কামিনী মূর্ত্তি! কলির ঘোর নারী-নিগ্রহ পাপ হতে মুক্তির বাণী বহন করে আনবে আমার কমলে কামিনী মূর্ত্তি।

(শ্যামল-কিশোরের প্রবেশ)

শ্যামল। কমলে কামিনী মূর্ত্তি আমায় দেখাও অভয়া—

চণ্ডী। একি! শ্যামল-কিশোর, তুমি এখানে!

শ্যামল। হ্যাঁ মা,—সারা জগতকে তোর সেই অপরূপ কমলে কামিনী মূর্ত্তি দেখালি···আমায় একবারটী দেখাবি নে! দেখা মা, দেখা! বড় আশায় ছুটে এলুম উজানী মন্দিরের পূজা বেদী হতে—

চণ্ডী। উজানীর শ্যামল-কিশোর মন্দির হতে এসেছ শ্যামল!

শ্যামল। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সেই মন্দির—যেখানে জনার্দ্দন ঠাকুরের মেয়ে রাধাকে তুমি রেখে এসেছিলে! ভাল কথা মা! ওরা তো কেউ আসছে আগুণ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারতে···আবার কেউ আসছে বাদ্য বাজিয়ে ঘটা করে রাধাকে সিংহলে নিয়ে যেতে; কিন্তু তুমি রেখে গেছ তাকে আমার কাছে। তোমায় না জানিয়ে মেয়েটাকে কি ছাড়তে পারি? মেয়েটা তো খালি কাঁদছে আর কাঁদছে;—ওদের সঙ্গে যাবে কি না কিম্বা আগুণে পুড়ে মরবে কি ব্যবস্থা করবে মেয়েটার বল?

চণ্ডী। বুঝেছি লীলাময়! ইচ্ছা মাত্রে আমার কমলে কামিনী মূর্ত্তি মনশ্চক্ষে দেখতে পাও···তবু সেই মূর্ত্তি দেখবার ছল করে কেন এসেছ এখানে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি—

শ্যামল। মা—

চণ্ডী। চণ্ডীপূজার প্রচলন উদ্দেশ্যে আমি শ্রীমন্তকে গ্রহণ করেছি। কিন্তু ওই রাধা···ওই রাধাকে শ্রীমন্তের প্রেমে বঞ্চিত করেছি···তাকে শুধু চোখের জলে ভাসিয়েছি! শ্যামল-কিশোর, তুমি রাধার ব্যর্থ জীবনের ভার গ্রহণ কর!

শ্যামল। আমি!

চণ্ডী। হ্যাঁ, তুমি···শুধু তুমিই পার রাধাকে পরিপূর্ণ সার্থকতা দিতে। মানুষের প্রেমে সে ব্যর্থ হয়েছে; হোক ব্যর্থ···

পুরো। আপনি কন্যা-স্নেহে উন্মাদ! আমি যাই···নিজের জীবন বাঁচাই। [প্রস্থান।

জনা। হ্যাঁ, আমি উন্মাদ! সত্যই আমি উন্মাদ! উন্মাদ না হলে শালিবাহনকে পরিত্যাগ করে নীচবৃত্তি অভিরামের প্রতারণায় এমন ভাবে নিজের সর্ব্বনাশ করি! বুদ্ধি দোষে নিজে পুড়ে মলুম—আমার রাধাকে শুদ্ধ পুড়িয়ে মারলুম। রাধা,—রাধা, অভাগিনী কন্যা আমার—

(দ্বার খুলিয়া রাধার প্রবেশ)

রাধা। কে ডাকল! আমায় কে ডাকল—

জনা। রাধা!

রাধা। চুপ! বলতে পারো—কে আমায় আকুল হয়ে রাধা রাধা বলে ডাকছে!

জনা। ওরে,—আমি—আমি ডেকেছি।

রাধা। না—তুমি নও—তুমি নও—শ্যামল-কিশোর বুঝি আমায় হাত ছানি দিয়ে ডাকছে!

জনা। রাধা!

রাধা। আমি আরতি কর্ব্ব···শ্যামল কিশোরের আরতি করব! ধূপ···ধূপ···আরতির পঞ্চ প্রদীপ!

জনা। দাঁড়া মা, অভিরাম মন্দির প্রবেশের চেষ্টা কর্চ্ছে···সে যদি তোকে দেখতে পায়···না—না, তুই বোস্ মা, আমি নিজে গিয়ে তোর আরতির আয়োজন করে আনছি!

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে—জয় মহারাজ শালিবাহনের জয়,
জয় শ্রীমন্ত শ্রেষ্ঠীর জয়)

এক পাথরের বিগ্রহ···পাথরের বিগ্রহ ! রাধা আমার পাথর হয়ে গেল !

অভি। রাধা পাথর হয়ে গেছে ! আমায় প্রবঞ্চনা কর্ব্বে ? দাও··· রাধাকে না পাই···ওই পাথরকেই চূর্ণ করব···দাও—

জনা। না—আমি দেব না···দেব না—

অভি। ওমা, তোকে কেড়ে নেয়···কেমন করে ধরে রাখি ! মা···মা !

(চণ্ডীর প্রবেশ)

চণ্ডী। দাঁড়াও !

অভি। কে !

চণ্ডী। শ্রীমন্ত শালিবাহন এসে পড়ল···পালাও শিগগির !

অভি। পালাব ! কিন্তু আগে ঐ পুতুল—

চণ্ডী। পুতুল নয়···রাধা শ্যামল-কিশোর-অঙ্গে মিলিত হয়েছে। যাও ব্রাহ্মণ, রাধামাধব বিগ্রহ মন্দিরে প্রতীষ্ঠা কর—

[জনার্দ্দন মন্দিরে গেল।

অভি। না, সে হবে না ! রাধা যদি সত্যই পাথর হয়ে থাকে···ও পাথর আমি ভাঙ্গব। সৈন্যগণ, অগ্রসর হও—

চণ্ডী। সাবধান···এখনো বলছি···সাবধান।

অভি। ধরো—ধরো—অবলা রমণীকে কিসের ভয় ?

চণ্ডী। অপেক্ষ পামর !

অবলা রমণী আমি ! অবলা রমণী !
স্পর্দ্ধা তব···নির্য্যাতিতা করিয়া আমারে—
কেড়ে লবে বিগ্রহ স্বরূপ ঐ শ্রীরাধা মাধবে !
আরে ক্ষুদ্র কীট অনুকীট,—
তুই ছার জীব !

কালীদহে মত্ত মাতঙ্গেরে—
ক্রীড়া পুত্তলিকা সম তুলি' অবহেলে
করিল যে সবলে দমন—
এ অবলা সেই সে জগত-মাতা রাখিস্ স্মরণ!
চেয়ে দেখ···দেখ চেয়ে আদ্যাশক্তি মহেশ ভামিনী,
দৈত্য বধে যুগে যুগে সেজেছি রুদ্রাণী!
দশভুজে ধরি দৃপ্ত দশ প্রহরণ---
করিয়াছি তোমা হতে বলীয়ান কত শত মহিষে মর্দ্দন!
নারী-নির্য্যাতনে সাধ! নারী-নির্য্যাতন!
আয় আয় ওরে দুরাচার,—
মন্দির সোপানে আয় বুঝিব বিক্রম!

(খড়্গ ধরিয়া রুদ্রাণী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইলেন,
ভীত অভিরাম পদতলে লুটাইয়া
পড়িল ; শ্রীমন্ত, শালিবাহন প্রভৃতি
ছুটিয়া আসিল)

শ্রীমন্ত। রক্ষা কর···রক্ষা কর জননী চণ্ডিকে! রুদ্রমূর্ত্তি পরিহর···
তৃপ্ত হও বিশ্বমাতা—সর্ব্বার্থ-সাধিকে!

যবনিকা